316

ভোরের কাগজ

তারিখ ... JUN. 1 1 1999
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

শিক্ষার মান

চারিদিকে যখন পরীক্ষায় দুর্নীতি, দুর্নীতির কারণ, শিক্ষার মান নিয়ে তুমুল আলোচনা চলছে তখনি এ নিয়ে আমার মনেও কিছু কথা অহর্নিশ ঘুরপাক খাচ্ছে। আমার মনে হয় শিক্ষার মান উন্নয়ন করতে গেলে যে কাজটা আমাদের প্রথম করতে হবে তা হলো, যে শিক্ষক এই শিক্ষা দেন তাদের উন্নয়ন। এই শিক্ষকদের আমরা কতোটা স্বাচ্ছন্দ্য কতোটা মর্যাদা দিতে পেরিছি। যতোটুকু তাদের প্রাপ্য ততোটুকু কি তারা পায়? অধিকাংশ প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই শোচনীয়। এহেন শোচনীয় অবস্থায় তারা কতোটুকু আনন্দের সঙ্গে শিক্ষা দিতে পারে আর শিক্ষার্থীরাই বা কতোটুকু আত্মস্থ করতে পারে? ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেখা দেয় নকল প্রবণতা। আর যেহেতু সরকারকে পাসের হার বেশি দেখাতে না পারলে তাদের বেতন আটকে যাবে তাই শিক্ষকরাও এ অপকর্মে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করতে বাধ্য হন। আবার অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে— 'শিক্ষকতা' পেশাটা আগে যেমন মর্যাদার ছিল সে মর্যাদা আর নেই। যদি কোনো মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীকে প্রশ্ন করা হয় তোমার জীবনের লক্ষ কি? সে বলবে ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার কথা। শিক্ষকতা যারা করতে চায় তারা চায় কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হতে। ফলে তুলনামূলক অদক্ষ লোক এ পেশায় আসার সুযোগ পায়। শিক্ষা দানের ভিতর যে একটা আনন্দ আছে সেটায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কেউ এ পেশায় আসে না এখন। শুধু জীবিকা নির্বাহের তাগিদে তারা এ পেশায় আসে। কিন্তু যুবক-যুবতী এ পেশার মাধ্যমে তাদের বেকার জীবনের অবসান ঘটায়। এই শিক্ষকরা স্কুল কর্তৃক নিয়োগ প্রাপ্ত হতেও শিকার হয় নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির।

শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে চলে স্বজনপ্রীতি, মোটা অঙ্কের টাকার লেনদেন। এই শিক্ষকরা যে পন্থায় এ পেশায় এলো তাদের কাছ থেকে শিক্ষা দানের ক্ষেত্রে কতোটা দক্ষতা আসা করা যায়? ব্যাঙের ছাতার মতো যত্রতত্র গজিয়ে ওঠা কলেজগুলোর কথা বাদ দিলেও— ভালো কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে দক্ষ শিক্ষক থাকেন। কিন্তু তাদের দিয়ে কি লাভ? ভিত্তি যদি শক্ত না হয় অর্থাৎ যে প্রাথমিক বিদ্যালয় আমার প্রাথমিক স্তর যে মাধ্যমিক বিদ্যালয় আমার দ্বিতীয় স্তর তা যদি নড়বড়ে হয় তাহলে ভালো কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভালো শিক্ষক পেলেও তা হবে—গোড়া কেটে আগায় পানি ঢালার মতোই হাস্যকর ব্যাপার। এই শিক্ষকদের মান উন্নয়ন করতে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষকদের নিয়োগদানের ব্যাপারে এবং সর্বোপরি এই মহৎ পেশার গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতে কর্তৃপক্ষ কি কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন?

নুসরাত শারমিন ড্যালিজ
পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা।